R. N. No. 2532/57

Phone No. RGG-112

Regd. No.—WB/MSD—4

সুখ ★ স্বাচ্ছন্দ্য ★ নিরাপত্তা
ত্রয়ীর সম্মেলন
নিবেদিতা লজ
॥ স্থান ॥
দরবেশপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ
আধুনিক সর্বপ্রকার স্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ এই লজে নিরাপদে, স্বল্প ব্যয়ে থাকার সুযোগ নিন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** (দাদাঠাকুর)

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
রঘুনাথগঞ্জ ★ ফোন নং-১১২

৮০শ বর্ষ
৪২শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২রা চৈত্র বুধবার, ১৪০০ সাল
১৬ই মার্চ, ১৯৯৪ সাল।

নগদ মূল্য : ৫০ পয়সা
বার্ষিক ২৫ টাকা

পদ্মা ভাঙ্গন রোধে কেন্দ্রীয় অর্থ মঞ্জুর, জুনের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ শেষ করতে হবে

বিশেষ সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমার রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের সেখালিপুর অঞ্চলে পদ্মা ভাঙ্গন প্রতিরোধে মহকুমা এ্যান্টি ইরোসন বিভাগ থেকে তিন কোটি টাকার একটি স্কিম তৈরী করা হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম পর্যায়ে বোল্ডার দিয়ে সেখালিপুর পদ্মা পার বাঁধানোর জন্য ৪০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়ে এসেছে বলে জানা যায়। এই টাকার কাজ যদি ১৯৯৪ এর মার্চের মধ্যে শুরু করা না হয় তবে ওই টাকা ফেরৎ যাবে ও পরবর্তী মঞ্জুরী বিলম্বিত হবে। দ্রুত কাজ শুরু করার ব্যবস্থা নিতে জঙ্গিপুর এ্যান্টি ইরোসন বিভাগের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার তাঁর চেম্বারে জেলার ঠিকাদারদের নিয়ে এক বৈঠকে বসেন গত ৭ মার্চ। আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় ১৫ মার্চ কাজ শুরু করা হবে এবং ১৫ জুনের মধ্যে বোল্ডার দিয়ে পার বাঁধানোর কাজ শেষ করা হবে। তবে ঠিকাদাররা কাজের সুষ্ঠু সমাধানের জন্য ইঞ্জিনীয়ারকে কয়েকটি প্রস্তাব দেন। সেই প্রস্তাবের প্রথম কথা—এই কাজের টেণ্ডার হয় প্রায় এক বছর আগে। বর্তমানে জিনিষপত্রের মূল্যবৃদ্ধি, বহন খরচ সবই বেড়ে যাওয়ায় ওই টেণ্ডারের উপর ন্যায্য বৃদ্ধিও মঞ্জুর করতে হবে। তার উপর যাতে মালপত্র সঠিক স্থানে রাখার ব্যবস্থা করা যায় তার প্রশাসনিক স্তরে ব্যবস্থা নিতে হবে। এর উপর আছে এই সব কাজের প্রধান বাধা স্থানীয় মস্তানদের চাঁদার দাপট। সে সম্বন্ধে প্রশাসনিক স্তরে সুষ্ঠু নজর দিতে হবে। এক্সিঃ ইঞ্জিনীয়ার এ সম্বন্ধে তাঁর পূর্ণ সহযোগিতার কথা জানান এবং রেটের ব্যাপারে ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার আশ্বাস দেন। এ প্রসঙ্গে আরও খবর, ধুলিয়ান ও অরঙ্গাবাদের ভাঙ্গন রোধে ৩৫ লক্ষ টাকা রাজ্য সরকার মঞ্জুর করেছেন। ঐ কাজের টেণ্ডার হয়েছে। কাজ তাড়াতাড়ি শুরু হবে।

ক্রেতা সুরক্ষা আইনের মামলার জন্য জেলায় পুরো সময়ের আদালত

নিজস্ব সংবাদদাতা : পশ্চিমবঙ্গের ১৭টি জেলার সাথে মুর্শিদাবাদ জেলার সদর শহর বহরমপুরে ক্রেতা সুরক্ষা আইন অনুযায়ী মামলার জন্য পুরো সময়ের আদালত চালু হল বলে খবর। এই আদালতে দু'জন জজ থাকছেন। একজন হলেন এক্সঅফিসিও ক্যাপাসিটিতে জেলা জজ স্বয়ং এবং অন্যজন হলেন জঙ্গিপুর আদালতের এ্যাডভোকেট প্রদীপ নন্দী। ডাক্তারদের ব্যবসাও এই আইনের আওতায় আনা হয়েছে বলে জানা যায়। এই আদালতে বর্তমানে জঙ্গিপুর মহকুমা থেকে দুটি মামলা চলছে। একটি ডাঃ অরূপ লাহার বিরুদ্ধে। আর একটি মামলা করেছেন মালডোবা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুনীল সিংহ রঘুনাথগঞ্জ বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগের ভুতুরে বিলের বিরুদ্ধে। এই প্রসঙ্গে জানা যায়, বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘের দপ্তর (১/১ বিমল সিংহ রোড) বিদ্যুৎ বিলে অযৌক্তিক ও খামখেয়ালীপনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালে—প্রতিকারের পরিবর্তে বিদ্যুৎ দপ্তর আরও বহুগুণ বেশীহারে (২০ টাকার স্থলে ১৫১ টাকা) বিল পাঠান। অবশেষে প্রতিকার দাবী করে সাংবাদিক সংঘ ১/২/৯৪ একটি মামলা দায়ের করেন কনজিউমার্স ফোরাম আদালতে। সংবাদিক সংঘের পক্ষে বিশিষ্ট আইনজীবী তুষার মজুমদার মামলাটি পরিচালনা করেন। ৯/২/৯৪ মামলাটির নিষ্পত্তি হয়। ঠিক হয়, বিদ্যুৎ বিভাগের বিধি অনুযায়ী সর্বনিম্ন হারে সাংবাদিক সংঘের বিদ্যুৎ বিল দেয় হবে। বিদ্যুৎ দপ্তর অন্যায়ভাবে যে বাড়তি টাকা নিয়েছেন তা ফেব্রুয়ারী '৯৪ হতে আগামী বিলের সঙ্গে ফেরৎ দিয়ে হিসাব ঠিক করে নিতে বাধ্য থাকবেন।

দু'লক্ষ টাকা মঞ্জুর হলেও রাস্তা তৈরী হয়নি

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের সন্ন্যাসীডাঙ্গা থেকে নাইত-বৈদড়া রাস্তাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই রাস্তা বাইন্ধ্যা, কিচাই, গগনপুর, ডাঁই প্রভৃতি প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে যাওয়ার একমাত্র পথ। সব রকম যানবাহনই চলাচল করে এই রাস্তায় নানান প্রয়োজনে। জামুয়ার অঞ্চলের উন্নয়নমূলক কাজের খ্যাতি ও গতি অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বেশী। কিন্তু এই রাস্তাটির জন্য ২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হলেও কেন রাস্তা হচ্ছে না এ প্রশ্ন গ্রামবাসীদের। বৈদড়ার বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী জানান—গত বর্ষার সময় রাস্তার উভয় পার্শ্বে ১০/১২ হাত অন্তর মোড়ামের স্তূপ দেখে আশা করেছিলাম কাজ শুরু হচ্ছে। কিন্তু বহুদিন পড়ে থেকে মোড়াম ধুয়ে (শেষ পৃষ্ঠায়)

পুলিশী অত্যাচারে ছামুগ্রামে সন্ত্রাসের রাজত্ব

সাগরদীঘি : গত ২৩ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় থানার ওসির নেতৃত্বে ছামুগ্রামের ২১ জানুয়ারীর হত্যার তদন্তে পুলিশ বাহিনী সন্ত্রাস চালায়। তল্লাসীর নামে গ্রামের বহু বাড়ীর ধান লুঠ হয়। বাড়ীর মেয়ে শিশুরাও পুলিশের অত্যাচার থেকে রেহাই পায় না বলে অভিযোগ। বাড়ীর জিনিষপত্র, গোলার ধান চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে দেওয়া হয়। যে পুলিশ ক্যাম্প বসান হয়েছে তারাও শান্তি রক্ষার নামে অত্যাচার চালাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। পুলিশের সঙ্গে যুগোর, সন্তোষপুর, পোপাড়া প্রভৃতি গ্রামের কয়েকশো মানুষ নাকি যোগ দিয়ে ওইদিন ছামুগ্রামে অত্যাচার চালায়। (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারম্পার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার ।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২রা চৈত্র বুধবার, ১৪০০ সাল।

জল ট্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ

জঙ্গিপুর পুরসভার কার্যকাল প্রায় একশত পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল। দীর্ঘ এই সময়ে প্রাচীনকালের দুর্দশাগ্রস্ত রূপটি পরিত্যাগ করিয়া নবীন যুগে নূতনতর রূপ ধারণ করিতে চলিয়াছে পুরশহর দুইটি। শহরের উন্নতির যে চিত্রটি বর্তমান পুর কর্তৃপক্ষ নাগরিকদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেছেন তাহা বড়ই মনোমুগ্ধকর। শোনা যাইতেছে ভাগীরথীর উভয় তীরে অবস্থিত দুই শহরের খণ্ডিত অংশটিকে সংযুক্ত করিতে ভাগীরথীর উপর সেতু নির্মিত হইতেছে। সেই সেতু নির্মাণের কর্মযজ্ঞ শুরু হইতে বেশী বিলম্ব নাই। হইতেছে বহু প্রতিক্ষিত বাস টার্মিনাস রঘুনাথগঞ্জ শহরে মহকুমা হাসপাতালের দক্ষিণে বড় রাস্তার পার্শ্বে। আরও জানা যায়, পুর কর্তৃপক্ষ নগর উন্নয়ন পরিকল্পনায় যে অর্থ মঞ্জুরী পাইয়াছেন তাহার সাহায্যে ফুলতলায় একটি মার্কেট কমপ্লেক্স নির্মাণের পরিকল্পনা লইয়াছেন। স্থির করিয়াছেন ফুলতলায় রাস্তা বেদখল করিয়া যাঁহারা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ব্যবসা করিতেছেন তাহাদিগকে ন্যায্য ভাড়ায় ওই মার্কেট কমপ্লেক্সে ঘর দেওয়া হইবে। এই সমস্ত সংবাদ যদি স্তোকবাক্য না হয় তবে খুবই আনন্দের। কিন্তু কথায় আছে 'ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখিলে ভয় পায়।' পুর নাগরিকরা বর্তমানে ঘর পোড়া গরুর মতনই হইয়া আছেন। দুই পারের শহর দুইটিতে পানীয় জল সরবরাহের জন্য জল ট্যাঙ্ক নির্মাণ ও ঘরে ঘরে জল সরবরাহের জন্য দীর্ঘ কয়েক বৎসর পূর্বে কাজ শুরু করা হয়। সেই কাজ অকস্মাৎ দুই পারেই একরূপ বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। অর্দ্ধ সমাপ্ত কার্য পুনরায় কখন শুরু হইয়া জল সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইবে তাহার কোন নিদর্শন দেখা যাইতেছে না। বরং ঐ কাজের জন্য পুরসভা জীবনবীমা সংস্থার নিকট হইতে যে বিপুল অর্থের ঋণ লইয়াছিলেন, তাহার সুদ-স্বরূপ বিশাল অর্থ প্রতি বৎসরই শোধ দিতে হইতেছে। বারবার এই সম্বন্ধে সংবাদপত্রে লেখালেখি হইলেও পুর কর্তৃপক্ষ বিসময়করভাবে চুপচাপ রহিয়াছেন। জনগণের অবগতির জন্য কোন বিবৃতিও দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিতেছেন না। একশত পঁচিশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে অন্যান্য প্রতিশ্রুতি যাহাই দেওয়া হউক না কেন, সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইল জল সরবরাহ ব্যবস্থার বাস্তব রূপায়ণের প্রশ্ন। জনগণের বাসনা বর্তমান পুর কর্তৃপক্ষ এই সম্বন্ধে একটি পরিপূর্ণ বিবৃতি দিয়া জনগণকে আশান্বিত করিবার ব্যাপারে সচেষ্ট হউন।

"এলো খুশীর ঈদ"

আবদুর রাকিব

কবি নজরুল ঈদ-উৎসবের আনন্দ-অভিব্যক্তিকে চিরায়ত ভাষা দান করেছেন তাঁর বিখ্যাত গানে ঃ

ও মন রমযানের ঐ রোজার শেষে এল খুশীর ঈদ
আপনাকে আজ বিলিয়ে দে শোন্, আসমানী তাকিদ।

এক ঠোঙা পান আর চা নিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যেই তিনি গানখানি লিখে ফেলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে সুর-সংযোগ করে তা শিখিয়ে দেন আব্বাসউদ্দীনকে। রেকর্ড বেরনোমাত্র সেটি সুপারহিট।

এ গানের কথায় ও সুরে আনন্দের যে ঢেউ জাগে, তার বিভঙ্গ বা হিল্লোলের অনেকগুলি মাত্রা। যেমন, ঈদ আসে 'রমযানের রোজার শেষে'। এর একটি 'আসমানী তাকিদ' অর্থাৎ ঐশী প্রেরণা আছে। আর আছে 'আপনাকে বিলিয়ে' দেওয়া। সব মিলিয়ে ঈদ এক দানের উৎসব। বহিরঙ্গের এই দানকে ইসলামী পরিভাষায় 'ফিতর' বলা হয়েছে। প্রতিটি সম্পন্ন মুসলিমকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দান দিতে হয়—অনাথ, আতুর দরিদ্র-দুঃখী মানুষকে, ঈদের নামাযের পূর্বাহ্নেই। সম্পন্ন বা সক্ষম মানুষ কাকে বলব? তারও একটা হিসেব আছে। ব্যক্তিটি অবশ্যই স্বাধীন হবে। দাস-দাসীর ক্ষেত্রে দানের প্রশ্ন নেই। সংসারের প্রয়োজনীয় খরচপাতির পর যদি কারও হাতে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা বা সাড়ে সাত তোলা সোনা বা ঐ পরিমাণ মাল মজুত থাকে, তাহলে তিনি দানক্ষম হবেন। তাঁকে বলা হবে 'সাহেবে নেসাব।' ধরা যাক, তিনি পরিবার প্রধান। তাহলে পরিবারস্থ প্রতিটি সদস্যের জন্য এমনকি দাস-দাসীকেও এর মধ্যে ধরতে হবে) ফিত্‌রা দিতে হবে। দেওয়াটা 'ওয়াজিব'—মানে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য—বাধ্যতামূলকের কাছাকাছি। ফিত্‌রার পরিমাণ, পূর্বতন সেরের হিসেবে দু' সের গম, গমের ছাতু, আটা, ময়দা বা চার সের যব অথবা যবের ছাতু, খোরমা বা কিসমিস। চাল দিতে চাইলে গম, ময়দা প্রভৃতির তুল্যমূল্য নিরূপণ করে ফিত্‌রা দিতে হয়।

বলা হয়, charity begins at home. তার মানে, এ দান প্রথমতঃ দরিদ্র আত্মীয়-জনের প্রাপ্য। ক্রমশঃ তা পাড়া প্রতিবেশী ও গ্রাম-গ্রামান্তর স্তরে প্রসারিত হতে পারে।

ঈদের নামাযের পূর্ব মুহূর্ত সময়ের মধ্যে যদি কোন শিশুর জন্ম হয়, তবে ঐ নবজাত শিশুর জন্যও ফিত্‌রা দিতে হয়। দানের এই গৌরবটুকু মিশে আছে বলেই আনন্দানুভূতি অভিনব মাত্রা পায়। দুঃখীকে আনন্দ দিতে পারি বলে আনন্দে আমার অধিকার। অন্যের আনন্দের শরিক হতে পেরেছি বলে আমার আনন্দ অন্তর্গূঢ়। আর এই আনুভূতিক আনন্দ বস্তুকে অতিক্রম করে যায়। আর তার বিমূর্ত ছোঁয়া লাগে আমার মনে। তখন নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। বস্তুত নিজেকে দান করাই প্রকৃত দান। আমি শুধু আমার নই, আমার পরিবারেরও নই। আমি সকলের। সকলেই আমার। এ চরাচরে কেউ পর নয়। কেউ ছোট, কেউ বড় নয়। কেউ ধনী, কেউ নির্ধন নয়। কোন মানুষই জাতি বর্ণ ধর্ম ভেদে ভিন্ন নয়। সবাই সমান। এক ভুবনের বাসিন্দা। 'জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।' 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে।' মোতাহের হোসেন চৌধুরীর ভাষায়, এই হল 'প্রচুরভাবে গভীরভাবে বাঁচা। বিশ্বের বুকে বুক মিলিয়ে বাঁচা'

আপনাকে বিলিয়ে দেওয়ার প্রতিশব্দ হল আত্ম নিবেদন। পরম প্রতিপালকে আত্ম-সমর্পণ। আমার নামায, আমার রোযা, আমার জীবন, আমার মরণ—সব তাঁর। আমার আত্মসমর্পিত চিত্ত কেবল তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। পবিত্র কুরআন বলে, 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা এবং উড্ডীয়মান বিহঙ্গকুল আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। সকলেই তাঁর প্রশংসা এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে।' (২৪ ঃ ৪১)

এইজন্য ঈদের সকালে স্নান সেরে পরিচ্ছন্ন পোষাকে সুবাসিত হয়ে যে লোকটি পা পা করে এগিয়ে যাচ্ছে গ্রামের বাইরে খোলা আকাশতলে ঈদগাহে—ঈদের ময়দানে, সে আনতশির। আজ আর রোষা নেই। আজ সে সংযম মুক্ত। কিন্তু তার আনন্দ অবাধ নয়। সে আনতশির। সমস্ত পথটুকু সে আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে করতে যায়, অনুচ্চ স্বরে ঃ আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, লাইলাহা ইল্লাল্লাহো, ওয়াল্লাহো আকবর, আল্লাহু আকবর, অলিল্লাহিল হামদ। আল্লাহু সুমহান! এই ঘোষণা এইজন্য যে সৎ কাজের বিনিময়ে আল্লাহ উত্তম পুরস্কার দেন। এবং নিজ অনুগ্রহে প্রাপ্যের অধিক দেন। (২৪ ঃ ৩৮)

ঈদের আনন্দ তাকে অশ্রুসিক্ত করে। কেননা সদ্য সমাপ্ত সৎকাজের (রোযার) সুযোগ দেওয়ার জন্য সে আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ। আর একমাত্র তিনিই 'উত্তম পুরস্কার' প্রদানকারী। একদিকে কৃতজ্ঞতা অন্যদিকে তাঁর সন্তুষ্টি কামনা—এ দুইয়ের যৌগিক অনুভূতি ঈদের আনন্দকে উন্মত্ততার স্তরে নিয়ে যায় না। যে আনন্দ যাবতীয় সদাচার, শৃঙ্খলা ও পরিমিতি বোধকে ছাড়িয়ে যায়, যে আনন্দ বেপরোয়া উন্মত্ততার সৃষ্টি করে, ঈদের আনন্দ তা থেকে মুক্ত।'

(৩য় পৃষ্ঠায়)

ধর্মশালা—শ্রীঅগ্রসেন ভবন উদ্‌ঘাটন

ধুলিয়ান ঃ গত ১৬ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় শহরের ১০নং ওয়ার্ডে 'শ্রীঅগ্রসেন ভবন' উদ্‌ঘাটিত হল। অগ্রসেন চ্যারিটেবল ট্রাষ্ট গৌরীশঙ্কর সাহিওয়ালের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তাঁর পরিবার-বর্গের দানের ৪ হাজার স্কোয়ার ফিট জমিতে এই ভবন নির্মাণ করেন। ১৯৯২ সালে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। উদ্‌ঘাটন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পুরপিতা তরুণ সেন। ভবনটি স্বল্প ভাড়ায় বিবাহ বা যে কোন উৎসবে দেওয়া হবে বলে ঠিক হয়েছে।

নতুন ডিজাইনের কার্ডের জন্য
একমাত্র কার্ডের দোকান
কার্ডস্ কেয়ার

এলো খুশীর ঈদ (২য় পৃষ্ঠার পর)

এমন কি, এ আনন্দ আত্মমুখীও। এজন্য নিবিড়। দীর্ঘ এক মাস কঠোর সিয়াম সাধনায় যিনি অংশ নিয়েছেন, ঈদের এক-ফালি বাঁকা চাঁদ একমাত্র তাঁরই কাছে রোযা শেষের খুশি ও মুক্তির ইশারা আনে। যাঁরা রোযা রাখেননি, তাঁদের কাছে, সেটি যে কোন মাসের সাধারণ চাঁদ মাত্র—ঈদের নয়। কঠোর সংযমব্রতীর সংযমমুক্তির আত্মঘন, আত্মনিবেদিত পবিত্র আনন্দের অভিব্যক্তি এক মহামিলনের মহফিল রচনা করে। এটিই হল খুশির ঈদ। ঐ মুহূর্তের অভিব্যক্তি পুষ্পিত কবিতার মাধ্যমে ব্যক্ত হতে পারে।

এই মুহূর্তে, আমার আত্মা
যেন
জ্যোতির্ময় এক আলোর পাখি
বন পাহাড় প্রান্তরের উপর ডানা মেলে
গান গেয়ে গেয়ে সে যেন কেবলি বলছে ঃ
পাকিজায় ভরে যাক
আকাশ-বাতাস সাগর পৃথিবী
অন্ধকার আলোক এবং আদম-জীবন।
(পাকিজা-পবিত্রতা। কবি আবদুল আজীজ আল আমান।)

এফিডেবিট

আমি ফিরোজ হোসেন, পিত মৃত নোজাহার আলি, সাং কলেজপাড়া, পোঃ অরঙ্গাবাদ, থানা সুতী, জেলা মুর্শিদাবাদ। নোটারী পাবলিক (জঙ্গীপুর) মুর্শিদাবাদ জেলারনিকট এক এফিডেবিট বলে ১৫ মার্চ ১৯৯৪ হইতে ফিরোজ খান রূপে পরিচিত হইলাম।

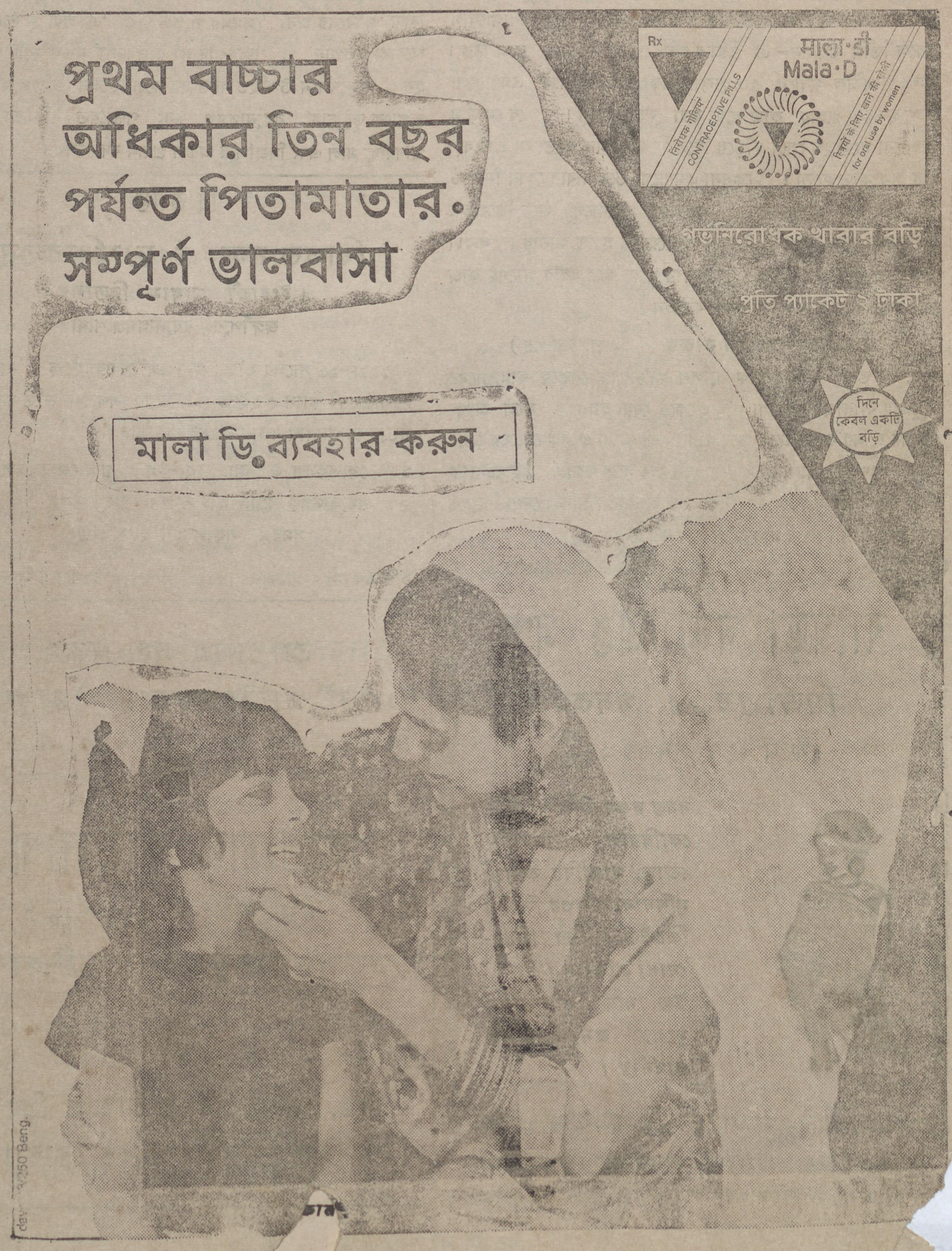

ঘোড়ার গাড়ী আটক করে ছিনতাই

সাগরদীঘি ঃ গত ৬ মার্চ এই থানার বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গোপালপুর গ্রামের ফাইজুদ্দিন সেখ ঈদগাহা বাসষ্ট্যান্ড থেকে ঘোড়ার গাড়ীতে বাড়ী ফিরছিলেন। পথে পঞ্চায়েত অফিসের সামনে গাড়ী আটক করে তিনজন ছিনতাইকারী ফাইজুদ্দিনের ব্যাগ ছিনতাই করে পালিয়ে যায়। তাঁর চিৎকারে লোক জড়ো হলে সন্দেহক্রমে ঘোড়ার গাড়ী সমেত মালিক সারফুল সেখকে পঞ্চায়েত ভবনে আটক করে সালিশী বসে। সংবাদ লেখা পর্যন্ত সালিশীর সিদ্ধান্ত জানা যায় না। গ্রামবাসীদের অভিযোগ ছিনতাইকারীদের সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ীর মালিকদের যোগসাজশ আছে।

রাস্তা তৈরী হয়নি (১ম পৃষ্ঠার পর)

গেলেও কাজ শুরু হয়নি। এমনকি হবার কথাও শোনা যাচ্ছে না। তিনি আরও বলেন, রাস্তার জন্য জেলা পরিষদ ২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করলেও কাজ শুরু না হওয়া বিস্ময়কর। এ ব্যাপারে রঘুনাথগঞ্জ ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রাণবন্ধু মালের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান—ঐ রাস্তার জন্য টাকা মঞ্জুরের কথা ঠিক। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে ৫০ হাজার টাকা পাওয়ার পরই এমবারগো চালু হওয়ায় রাস্তার কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। যে মোড়াম সাজানো হয়েছিল সেটা ছড়িয়ে দিলেও কোন লাভ হতো না। শুধু-মাত্র অর্থক্ষতি হতো। কেননা এমবার্গো উঠে যাবার কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা পাওয়া যায়নি। বর্তমানে এমবার্গো উঠে গিয়েছে। চেষ্টা করা হচ্ছে সম্পূর্ণ টাকাটা পঞ্চায়েতের হাতে আনার। ব্যবস্থা প্রায় হয়ে এসেছে। রাস্তার কাজ শীঘ্র শুরু করে বর্ষার আগেই কাজ শেষ করা যাবে বলে তাঁরা আশা করছেন।

ছামুগ্রামে সন্ত্রাসের রাজত্ব (১ম পৃষ্ঠার পর)

ক্যাম্পের তারক নামে জনৈক পুলিশ কর্মচারীর নেতৃত্বে ছামুগ্রামের মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জীর বাবলা পুকুর কেটে দেয়া হয়। ফলে আশ-পাশের জমির ফসল জলে ডুবে যায়। এর মধ্যে জনৈক ঘোষের জল-তোলা পাম্পটিও রহস্যজনকভাবে চুরি যায় বলে খবর। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ভঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে বলে গ্রামের শান্তিপ্রিয় মানুষেরা মনে করছেন।

অরঙ্গাবাদ কলেজে ছাত্র পরিষদ জয়ী

গত ৭ মার্চ '৯৪ অরঙ্গাবাদ ডি এন কলেজে ব্যাপক পুলিশী নিরা-পত্তার মধ্যে অনুষ্ঠিত হলো ১৯৯৪ সালের ছাত্র সংসদ নির্বাচন। এই নির্বাচনে এবারেও ছাত্র পরিষদ বিপুলভাবে জয়ী হয়। মর্নিং সেকশনের ২১টি আসনের মধ্যে জি এস পদসহ ছাত্র পরিষদ পায় ২০টি আসন, বাম ছাত্র সংগঠনগুলির জোট পায় ১টি আসন। ডে সেকশনের ৫৯টি আসনের মধ্যে জি এস পদসহ ছাত্র পরিষদ পায় ৪২টি আসন এবং বামজোট পায় ১৭টি আসন। গভর্নিং বডির প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন জয়ন্ত ঘোষ, মর্নিং সেকশনের জি এস নির্বাচিত হয়েছেন রাকিবুস সোহান, ডে সেকশনের জি এস নির্বাচিত হয়েছেন নজরুল ইসলাম। নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ছিল।

বালিকা বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

মির্জাপুর ঃ স্থানীয় ডাঃ যতীন্দ্রনারায়ণ স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয়ে গত ১৮ ফেব্রুয়ারী এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। কচিকাঁচা ছাত্রীদের নিয়ে 'জীবনের জন্য' 'মোমের পুতুল' ও 'একলব্য' নৃত্যনাট্য এবং 'অবাক জলপান' ও 'ছিঁচকাঁদুনী রাজকন্যা' নাটক দুটি অভিনীত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন জঙ্গিপুর পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য, রঘুনাথগঞ্জ ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রাণবন্ধু মাল এবং মির্জাপুর অঞ্চল প্রধান বদর সেখ।

বি জ্ঞ প্তি

বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতন

(ইংরাজী মাধ্যম বিদ্যালয়)

জঙ্গীপুর / রঘুনাথগঞ্জ শাখা

১৯৯৪-৯৫ সালের ভর্তির জন্য ফর্ম দেওয়া হচ্ছে। নার্শারী ও প্রিপারেটরী ক্লাসে ৩ হইতে ৪ বৎসরের শিশুদের ভর্তি করা যায়। সত্বর যোগাযোগ করুন নীচের ঠিকানায়।

১। জোতকমল জুনিয়ার হাই স্কুল। গ্রাম জোতকমল
২। রঘুনাথগঞ্জ বয়েজ হাই স্কুল। রঘুনাথগঞ্জ

সময় ঃ সকাল ৯টা হতে ১০টা।

৯/৩/৯৪ ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ॥ গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ২২৯

সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী—কোরিয়াল, জামদানি জোড়, পাঞ্জাবির কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ির নির্ভর-যোগ্য প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

আপনার সংসারের
ছোট খাটো সমস্যার সমাধানে

কপোতাক্ষ ফাইন্যান্স

গভ রেজিঃ নং ২১-৫৬০৮৩

রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা (মুর্শিদাবাদ)

টিভি, ভিসিপি, ভিসিআর ও ফ্রিজের
কনট্রাক্ট বেসিস মেরামত কোম্পানী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন— ৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।